গাংনীতে ফসল রক্ষায় কৃষকদের সাথে ওসির মতবিনিময়

মেহেরপুরের গাংনীতে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মাঠের ফসল রক্ষায় ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল সোমবার বিকেল ৫ টার দিকে উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে ও ভবানীপুর ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই জহির রায়হান এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, সম্প্রতি চরগোয়াল গ্রামে কিছু দুষ্কৃতিকারী রাতের আঁধারে কৃষকের উঠতি ফসল বিনষ্ট করছে। তাই গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই দুষ্কৃতিকারীকে আটকপূর্বক গাংনী থানায় পুলিশের হাতে হস্তান্তর ও তাদের সম্পর্কে তথ্য দিয়ে সহায়তা করার আহ্বান জানান । তিনি আরো বলেন, বর্তমানে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি অনেক ভালো। যেকোনো পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে পুলিশ। সেই সকল দুষ্কৃতিকারীকে আটকের চেষ্টা করছে পুলিশ। এ সময় গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ স্থানীয় কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্যদের মাঝে ব্লেজার বিতরণ

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সদস্যদের মাঝে ব্লেজার বিতরণ ও আগামী মাসে বার্ষিক সফরের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে কাসারি পাড়াস্থ জেলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযমের সভাপতি বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, সহসভাপতি নাসের চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক দিলরুবা খাতুন, দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা, নির্বাহী সদস্য হারুন অর রশিদ রবি, মোর্তুজা ফারুক, মুহাম্মদ মহসীন, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, তোফায়েল হোসেন, এ সিদ্দিকী শাহীন প্রমুখ।

এর আগে শীতকালীন পোষাক হিসেবে সকল সদস্যর মাঝে ব্লেজার ও কোর্ট পিন বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরের শুভ সংঘের প্রস্তুতি সভা

আগামী ১০ জানুয়ারি কালের কণ্ঠ’র ১৩তম প্রতিষ্ঠাবাষিকী পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে কালের কণ্ঠ-শুভ সংঘের উদ্যোগে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কালের কণ্ঠ-শুভ সংঘের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, সাংগঠনিক সম্পাদক আল মাসুম শেখ, সদস্য বশির আহমেদ, পলাশ আহমেদ, আসিফ ইকবাল শুভ, ওবায়দুল্লাহ, আবু রায়হান নিরব প্রমুখ।

আগামী ১০ জানুয়ারি কালের কণ্ঠর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সফলতার সাথে পালন এবং শুভ সংঘের নতুন কমিটি গঠনের বিষয়নে নানা আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুরে ছাত্রদলের অপরাংশে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেল মেহেরপুর বড় বাজার জেলা বিএনপি’র কার্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির সভাপতিত্বে জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, জেলা যুবদলের সদস্য ডা. খাইরুল, জেলা যুবদল নেতা ইসমাইল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, জেলা ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন উদ্দিন, পৌর ছাত্রদল নেতা ফুর্তি হাসান, সদর থানা ছাত্রদলের নেতা জয়নাল আবেদীন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন আলী সহ জেলা বিএনপি ও যুবদল এবং ছাত্রদলের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড় বাজার জেলা বিএনপি’র কার্যালয় প্রাঙ্গণে সমাবেশ স্থানে শেষ হয়।

মেহেরপুরে ছাত্রদলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দু’হাত রাঙাও বারুদে, প্রস্তুত থেকো,প্রস্তুত রেখো নিজেকে এই স্লোগানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ৪৪তম প্রতিষ্টাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হুসাইনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আকিব জাবেদ সেনজির,সদস্য সচিব আফিরুল ইসলাম। সদর উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোল্লা নাজমুল হোসেন,সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি। গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাজেদুর রহমান বিপ্লব,সদস্য সচিব রিপন হোসেন, মেহেরপুর পৌরসভা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহী,সদস্য সচিব জার্জিস ইউসুফ রৌমিক,গাংনী পৌরসভা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জুয়েল রানা,সদস্য সচিব মোঃ শিশির প্রমুখ।

ছাত্র সমাবেশে জেলা ছাত্রদলের সকল ইউনিটের ছাত্রনেতা ও সাবেক ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলো।

মেহেরপুরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস পালিত

মেহেরপুরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা, র্যালী, সহায়ক উপকরন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সোমবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনাতনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোঃ ফজলে রাব্বির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন।

এছাড়াও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক বক্তব্য রাখেন।

আলোচনার পরে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উপলক্ষে ৫০ জন প্রতিবন্ধীদের মাঝে শীতবস্ত্র, সহায়ক উপকরন ও সমাজসেবা দপ্তরের কর্মকর্তাদের মাঝে সম্মাননা ক্রেস্ট,পুরস্কার,সুবর্ণ কাট ও মোটরসাইকেল প্রদান করা হয়।

আলোচনার আগে জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে একটি র্যালী বের করা হয়। র্যালীটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে শেষ হয়।

মেহেরপুরে এফএম ‘রেডিও পায়রা’র যাত্রা শুরু

‘চলো একসাথে’ শ্লোগানে আনিশা গ্রুপের নতুন মিডিয়া প্রতিষ্ঠান রেডিও পায়রার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আনিশা গ্রুপের সফল মিডিয়া প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের কার্যালয়ে রেডিও পায়রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন কেক কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক মন্টু, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফররুখ আহমেদ উজ্জল, সাংস্কৃতিক কর্মী শামিম জাহাঙ্গীর সেন্টু, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, রেডিও পায়রার যাত্রা শুরুর মধ্যে দিয়ে মেহেরপুরের উন্নয়নের একটি মাইল ফলক উন্মোচিত হলো।রেডিওটি মেহেরপুরের কৃষি, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, শিক্ষাসহ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শ্রোতাদের মাঝে নিয়মিত বার্তা পৌছে দেবে।
রেডিও পায়রা শুনতে এ্যান্ড্রয়েড ফোনের গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে রেডিও পায়রা অ্যাপটি ডাউনলোড করেই উপভোগ করতে পারবেন নানা অনুষ্ঠানমালা।

প্রসঙ্গত, আনিশা গ্রুপের ইতিমধ্যে তিনটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি দিয়ে চারটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হলো। বাকি তিনটি হলো দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন, সাপ্তাহিক ঢাকা থেকে এবং রাজধানী টিভি।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন

১লা জানুয়ারি জাতীয় পার্টি ৩৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা মাহফিলের আয়োজন করা হয়। রবিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি প্রধান কার্যালয় কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব মোঃ সুমন পারভেজের সভাপতিত্বে পৌর জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক মোঃ হামিদুল ইসলামের সঞ্চালন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক আব্দুল হাদী।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাইফুল ইসলাম সেলিম। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির জাতীয় মৎস্যজীবী পার্টি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাকী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সভাপতি খেলাফত আলী, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক আরিফ বিল্লাহ, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক ফারুক মল্লিক, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক খায়রুল বাশার মিঠু, গাংনী পৌর জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সভাপতি আনছারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জাতীয় সংস্কৃতি পার্টি আহ্বায়ক ইনছান আলী, শ্যামপুর ইউনিয়ন জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাহিন আলী সহ বিভিন্ন নেতাকর্মে উপস্থিত ছিল। এরপর কেক কেটে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি ৩৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

গাংনীতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

তীব্র শীত নিবারনে আগুন পোহানোর সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে জামেলা বেগম (৭০) নামের এক বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

আজ রবিবার (১জানুয়ারী) দুপুর ১২ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটে মেহেরপুর গাংনীর চেংগাড়া গ্রামে। বৃদ্ধা জামেলা বেগম উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের বনর উদ্দিনের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান,সকালে ঘুম থেকে জেগে বৃদ্ধা জামেলা খাতুনের বাড়ির উঠানে খড়কুটো দিয়ে আগুন তৈরী করে আগুন পোহানোর সময় বৃদ্ধা জামিলা বেগমের পরনের কাপড়ের আঁচলে আগুন লাগে। এসময় বৃদ্ধার চিৎকারে প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক বৃদ্ধার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল হাসপাতালে রেফার করেন। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ জামিলা বেগমের মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বৃদ্ধার মৃত্যুর বিসয়টি নিশ্চিত করে জানান, জামেলা বেগম নামের এক বৃদ্ধা আগুন পোহানোর সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনাটি শুনেছি। মৃত জামিলা বেগমের মরদেহ হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে এসেছে। ঘটনা স্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

গাংনী প্রকৌশলীর ঘুষ আদায়কারী শহিদুল

গাংনী উপজেলা এলজিইডি প্রকৗশলী ফয়সাল আহমেদের সাথে থাকা শহিদুল ইসলামকে নিয়ে শুরু হয়েছে নানা আলোচনা সমালোচনা। বিভিন্ন

ঠিকাদারের কাছ থেকে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের নামে ঘুষ গ্রহণ করার অভিযোগ উঠেছে শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। আবার কোন কোন ঠিকাদারকে ত্রুটিপুর্ণ কাজের অজুহাত সেই সাথে সঠিক সময়ে বিল পাইয়ে দেয়ার কথা বলে শহিদুল ইসলাম উৎকোচ নিয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রকৌশলীর আস্থাভাজন শহিদুল ইসলামের সাথে বাক বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি মামলা পর্যন্ত গড়ায়। শহিদুল ইসলাম প্রকল্পের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে সরকারি কর্মচারি দাবী করে মামলা করায় আলোচিত হয়েছেন সর্বমহলে। তবে উপজেলা প্রকৌশলী বলেছেন, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয়।

সুত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম এলজিইডি অফিসের শিক্ষা প্রকল্প গভমেন্ট প্রাইমারি স্কুল (জিপিএস) জুনিয়র সুপারভিশন ইঞ্জিনিয়ার পদে ও পিইডিপি-৪ এর (অস্থায়ী ভিত্তিতে) চাকরিরত ছিলেন। তার বাড়ি গাংনী উপজেলার আড়পাড়া গ্রামে। তার চাকরীর মেয়াদ শেষ হবার পরও তিনি নিয়মিত অফিসে আসেন ও প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের সাথে বিভিন্ন প্রকল্পের তদারকি করেন। সেই সাথে নানা অজুহাতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও সাপ্লাইয়ারের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেন। এর যথার্থ প্রমানও মিলেছে। সম্প্রতি গাংনীর মটমুড়া ইউনিয়ন ভ’মি অফিসের ভবন নির্মাণকারি মেসার্স মিঠু এন্টার প্রাইজের সত্বাধীকারি দোলোয়ার হোসেন মিঠুর কাছ থেকে বিল পাশ করিয়ে দেয়ার কথা কয়েক দফায় ঘুষ গ্রহন করেছেন। কখনো হাতে হাতে আবার কখনো অন্য মাধ্যমে এ টাকা পরিশোধ করা হয়। গত ১১ ডিসেম্বর অতিরিক্ত অর্থ দাবী করেন প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ এবং ওই অর্থ শহিদুল ইসলামের নিকট প্রদান করতে বলেন। এক পর্যায়ে ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু ও শহিদুল ইসলামের সাথে বাকবিতন্ডা ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে দেলোয়ার হোসেন মিঠু তার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ ও তার সাথে থাকা শহিদুল ইসলামের ঘুষ ও উৎকোচ বানিজ্যের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। এদিকে নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে ফয়সাল আহমেদের পক্ষ হয়ে শহিদুল ইসলাম নিজেকে সরকারি কর্মকর্তা পরিচয়ে গাংনী থানায় দেলোয়ার হোসেন মিঠুর বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন। বর্তমানে মিঠু ওই মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিনে রয়েছেন।

অপরদিকে উপজেলা প্রকৌশলীর পক্ষ নিয়ে গাংনীর ঠিকাদার

অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সদস্য ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠুর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে উপজেলা প্রেকৌশলী ফয়সাল আহমেদকে একজন সৎ কর্মকর্তা হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নিজেদের স্বার্থ হাসিল ও প্রকৌশলীর আঙ্গুলী নির্দেশে অ্যাসোসিয়েসনের সদস্য হওয়ার পরও ঠিকাদাররা দেলোয়ার হোসেন মিঠুর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলনের ডাক দেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন ঠিকাদার জানান, শহিদুল ইসলাম প্রকৌশলীর নামে দ্বৈত নিতিতে ঘুষ গ্রহন করেন। ঠিকাদারের কাছে বিভিন্ন অজুহাতে টাকা নেয়া ছাড়াও কাজ সমাপ্ত হবার পর টাকা না দিলে ওই নির্মান কাজ বুঝে নেয়া হয়না। তাছাড়াও ঠিকাদারের কাছে মালামাল সরবাহকারিদের কাছ থেকেও টাকা নিয়ে থাকেন এই শহিদুল ইসলাম। টাকা না দিলে মালামালের বিভিন্ন ত্রুটি ধরে মালামাল বাতিল করেন। বড় লোকসানের ভয়ে মালামাল সরবরাহকারিরা বাধ্য হয়ে টাকা প্রদান করেন। কয়েকজন মালামাল সরবরাহকারী এমনি তথ্য জানিয়েছেন। শহিদুল ইসলাম গাংনীর মানুষ হওয়ায় এ অফিসের সব অফিসারের কাছে জনপ্রিয় ও আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। যে কারনে তিনি চলেন বহাল তবিয়তে।

শহিদুল ইসলাম উপজেলা প্রকৌশলীর আস্থাভাজন হওয়ায় বিভিন্ন কাজ পরিদর্শন করেন । বিভিন্ন ঠিকাদারকে বিল পাইয়ে দেয়া ছাড়াও বিভিন্ন কাজের অসংগতি উল্লেখ করে প্রকৌশলীকে ম্যানেজ করার কথা বলে টাকা গ্রহন করেন। অপর একটি সুত্র জানায়, শহিদুল ইসলাম নিজেকে ঠিকাদারদের কাছে সরকারি কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীর কাছের মানুষ বলে পরিচয় দেন। ঠিাকাদারী কাজে পান থেকে চুন খসলেই তা প্রকৌশলীকে জানানো হবে বলে হুমকী দিয়ে টাকা নিয়ে নিজ পকেট ভর্তি করেন। তা নাহলে চাকরি ছাড়াই একজন মানুষ কিভাবে সেবা প্রদান করেন এ প্রশ্ন এখন সকলের।

ঠিকাদার দেলোয়ার হোসেন মিঠু জানান, গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) গোলাপ আলী শেখ বদলি হলে বর্তমান প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। মটমুড়া ভুমি অফিসের ভবন নির্মাণের কাজটি পান। প্রায় ৬৮ লাখ টাকা ব্যয়ে নিয়মানুযায়ি ভবন নির্মাণ করেন। ১০ অক্টোব ২০২১ ইং তারিখে শেষ হয় ভবন নির্মান। প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ যোগদানের পর তাকে ৩%, সহকারী আলাউদ্দিনকে ২%, ও সার্ভেয়ার আক্তারুজ্জামানকে ১% টাকা দিতে হয়েছে। ৮ মাস আগে ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হলেও তা বুঝে না নিয়ে দফায় দফায় টাকা আদায়ের কৌশল আটেন শহিদুল ইসলাম।

গত ১১ ডিসেম্বর সকালে শহিদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে উপজেলা প্রকৌশলী

মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট বাজারে নবনির্মিত ভূমি অফিসের ভবন পরিদর্শনে যান। এ সময় ঠিকাদার মিঠু উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহমদকে ভবন হস্তান্তর নিতে অনুরোধ করেন। শহিদুল ইসলাম ১০ হাজার টাকা উপজেলা প্রকৌশলীকে দেয়ার পরামর্শ দেন। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি একপর্যায়ে শহিদুল ইসলামের সাথে হাতাহাতির ঘটনাটি ঘটে। এতে রাগান্বিত প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ বিল পরিশোধ করা হবে না বলেও জানান।

মামলার এজাহারে নিজেকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী সরকারী কর্মকর্তা দাবি করেছেন কেন? তাছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট না হয়েও ভূমি অফিস নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে কেন গিয়েছিলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে শহিদুল ইসলাম বলেন,আমি এলজিইডি উপজেলা প্রকৗশলী স্যারকে আমাকে নিয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু জানি না।

উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদের কাছে শহিদুল ইসলাম সরকারী কর্মকর্তা পরিচয় দেওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে, তিনি বলেন তিনি সরকারি প্রকল্পে কাজ করেন তাই তাকে সরকারী কর্মকর্তা বলা যায়। তবে শহিদুল ইসলামকে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে প্রকৌশলী ফয়সাল আহমেদ অন্য কারোর কথায় কান না দিতে অনুরোধ জানান।